জমি বিক্রয়

বনগাঁ থানার অন্তর্গত উত্তর কালুপুর গ্রামে পঞ্চায়েত রাস্তার পার্শ্বে ৬ ফুট রাস্তা সহ ৭ কাঠা জমি সম্পত্তি বিক্রয় হবে।

যোগাযোগ ঃ ৬২৯৫২৬০৮০৫

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 07 ❑ Issue 16 ❑ 06 July, 2023 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
অলঙ্কার
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

ব্যালট পেপারের হিসাব দিতে না পারায় ব্যালট পেপার কাগজপত্র জলে ফেলে দিল বাসিন্দারা

প্রতিনিধি ঃ ব্যালট পেপারের হিসাব দিতে না পারায় ব্যালট বাক্স সহ সমস্ত কাগজপত্র পাশের পুকুরে ফেলে দিল বাসিন্দারা। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ ব্লকের বাটবাওড় গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮৩ ও ৮৪ নম্বর বুথে। যদিও প্রিসাইডিং অফিসার জানিয়েছেন, হিসাব দেবো ভোটের দিন সকালে। আমরা নিজেদের কাজ করছিলাম। উত্তেজিত লোকজন এসে সেন্ট্রাল ফোর্সের দাবি করে ব্যালট বাক্স নিয়ে জলে ফেলে দেয়। স্থানীয় বিজেপি প্রার্থী ৮৩ নম্বর বুথের মনোজ রায় ও ৮৪ নম্বর বুথের সুব্রত মন্ডল এর অভিযোগ, বিকালে ভোট কর্মী অটোতে করে আসে। তারপর ভোটকেন্দ্রে চারটি স্করপিও আসে। আমরা দেখি পেপারে সই করছে। জানতে চাইলে ব্যালট পেপারের টোটাল হিসাব দিতে অস্বীকার করে। পাশাপাশি তৃণমূলের লোকেরা বাজি ফাটাতে থাকে। এরপরই বাসিন্দারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। রাত নটা নাগাদ ব্যালট বাক্স গুলি পাশের ডোবার মধ্যে ফেলে দেয়। বাসিন্দাদের অভিযোগ, ৩০০ - ৩৫০ ব্যালট চুরি গিয়েছে এখান থেকে। এরপরেই উত্তেজিত জনতা ব্যালট বাক্স নিয়ে জলে ফেলে দেয়। ঘটনাস্থলে বনগাঁ থানার পুলিশ বাহিনী। তৃণমূলের ৮৪ নম্বর বুথের প্রার্থী ভজহরি মন্ডল বলেন, 'বিজেপি সিপিএম এই অশান্তি পাকিয়েছে। ব্যালট বাক্স জলে ফেলে দিয়েছে। ওরা জানে, হেরে যাবে তাই।'

বিজেপি বিধায়কের বিরুদ্ধে তদন্ত চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ

প্রতিনিধি ঃ বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার সময় ভুয়ো শিক্ষাগত শংসাপত্র জমা দিয়েছিলেন। এই অভিযোগ তুলে নিরপেক্ষ তদন্ত চেয়ে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন বনগাঁর চেয়ারম্যান তৃণমূলের গোপাল শেঠ।

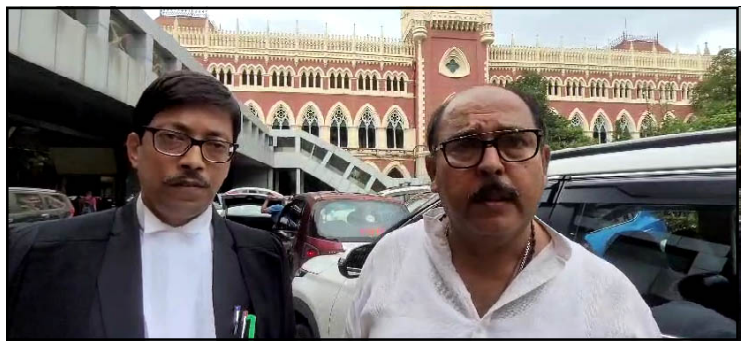

বৃহস্পতিবার গোপাল বাবুর আইনজীবী সঞ্জীব দত্ত হাইকোর্টে রিট পিটিশন জমা করেছেন। সঞ্জীব বাবু বলেন, 'বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিধায়ক স্বপন মজুমদার মনোনয়ন জমা দেওয়ার সময় এইট পাশ শংসাপত্র জমা দিয়েছিলেন। পরে গোপাল শেঠ এ বিষয়ে আর টি আই করেছিলেন। সংশ্লিষ্ট স্কুলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছিল, এ বিষয়ে তাদের কাছে কোন রেকর্ড নেই। সে কারণে হাইকোর্টের কাছে আমরা নিরপেক্ষ তদন্তের আবেদন করেছি। গোপাল বাবু বলেন, সিআইডি বা অ্যান্টি করাপশন ইউনিটকে দিয়ে এই ঘটনার তদন্তের আবেদন করা হয়েছে। দু-এক দিনের মধ্যেই মামলার শুনানি হওয়ার কথা আছে। অভিযোগ ভিত্তিহীন দাবি করে স্বপন বাবু বলেন, 'এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে যিনি তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন, আলো রানী সরকার, তিনিও হাইকোর্টে রিট পিটিশন দাখিল করেছিলেন। সিঙ্গেল বেঞ্চ ও পরে ডিভিশন বেঞ্চ তা খারিজ করে দিয়েছে। গোপাল বাবুর এসব জানার কথা নয় কারণ তিনি বাবার নাম ভাঙিয়ে চলছেন।

বিজেপি প্রার্থীর বাড়িতে সাদা থান, রজনীগন্ধার মালা ও তিনটি বোমা; কাঠগড়ায় তৃণমূল

প্রতিনিধি ঃ পঞ্চায়েত ভোটের মুখে বিজেপি প্রার্থীর বাড়ির সামনে বিজেপির পতাকা পেতে রেখে তার ওপর আলতা মাখানো সাদা থান, রজনীগন্ধার মালা রেখে গেল কেউ বা কারা। সঙ্গে ছিল তিনটি তাজা বোমা। ভোটের আগে বোমা, থান কাপড়, রজনীগন্ধা ফুলের মালা রেখে ঠান্ডা হুমকির অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও বিজেপি শিবিরের অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁর ঘাটবাওড় পঞ্চায়েতের কালমেঘা এলাকায়। বৃহস্পতিবার সকালে বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। পুলিশ গিয়ে পরে বোমাগুলি নিষ্ক্রিয় করে দেয়।

কালমেঘা এলাকার বাসিন্দা আশিস মন্ডল এবারের বিজেপির থেকে বনগাঁ ব্লকের ২০ নম্বর পঞ্চায়েত সমিতির আসনে দাঁড়িয়েছে। তার বাড়িতেই এদিন সকালবেলা দেখা যায় বিজেপির পতাকা, থান কাপড় তিনটি বোমা ও রজনীগন্ধা ফুলের মালা। আশিস মণ্ডল বলেন ' তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে গিয়েছে। ওরা ভয় পাচ্ছে। তাই আমাদের ভয় দেখাতে এসব করছে। ভোটের আগে আতঙ্ক ছড়ানোর জন্য তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা এ কাজ করেছেন। তবে এতে আমরা ভীত নই। ঘটনার খবর পেয়ে এদিন সকালে তাঁর বাড়িতে যান বনগাঁ উত্তর কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া ও বনগাঁ পৌরসভার কাউন্সিলর দেবদাস মন্ডল।

অশোক কীর্তনীয়ার দাবি, পঞ্চায়েত সমিতির প্রার্থীকে ভয় দেখাতেই এই খেলা খেলেছে তৃণমূল। কিন্তু এর জবাব দেবে মানুষ। তাঁর আরও দাবি, সিপিএম যেভাবে ৩৪ বছর ক্ষমতায় ছিল সেই সংস্কৃতিই রপ্তানি করেছে তৃণমূল।

বিজেপি কাউন্সিলর দেবদাস মন্ডল বলেন, 'ভয় দেখিয়ে বিজেপি কর্মীদের ঘরবন্দি করতে চাইছে। এবার সেটা হবে না। বিজেপি কর্মীরা একটুও ভয় পায়নি। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন 'হেরে যাবে বলে এসব করে মানুষের সিমপ্যাথি আদায় করে প্রচারে আসার চেষ্টা করেছে। নিজেরাই বোমা রেখে নিজেরা নাটক করছে।''

পাশাপাশি বুধবার রাতে প্রচার সেরে ফেরার পথে বনগাঁর কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌষট্টি নম্বর বুথের কয়েকজন বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে। আহত বিজেপি কর্মীরা বর্তমানে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তারা বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে। পাশাপাশি তৃণমূলের কর্মীদের মারধরের পাল্টা অভিযোগ এনে বনগাঁ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

ফ্লেক্স ছেঁড়ার অভিযোগ বিজেপি প্রার্থীর

সংবাদ দাতা ঃ চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬৪ নং বুথে বিজেপি প্রার্থীর প্রাচারের ফ্লেক্স ছেঁড়ার অভিযোগ উঠল। চাঁদপাড়া বাজার সংলগ্ন নজর কাড়া এই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিদায়ী প্রধান দীপক দাস এর বিরুদ্ধে প্রধান প্রতিপক্ষ ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী সঞ্জীব দাস। তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা কালে সঞ্জীববাবু তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে জয়ী হন। পরে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন। বিগত ২০১৮ সালেও দীপক দাসের বিরুদ্ধেই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ছিলেন সঞ্জীব বাবু। সামান্য কিছু ভোটের ব্যবধানে তিনি পরাস্ত হন। সে সময় অবশ্য গণনায় কারচুপির অভিযোগ ছিল বিজেপি'র।

এবারও সঞ্জীববাবু প্রাক্তণ প্রধান দীপকবাবুকে শক্ত লড়াইতে ফেলেছেন বলেই এলেকার খবর। দু'পক্ষই জোরদার প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে বিজেপি প্রার্থী সঞ্জীববাবুর লাগানো ফ্লেক্স ও ছবিসহ হোর্ডিং ছেঁড়ার অভিযোগ উঠল। সঞ্জীববাবু জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদীজি ও তাঁর ছবি সহ প্রচার ফ্লেক্স ও হোর্ডিং দুস্কৃতীরা ছিড়ে দিয়েছে। ছবিতে তাঁর মুখের জায়গাটা ব্লেড দিয়ে কেটে দিয়েছে। এসব তৃণমূলী দুস্কৃতীবাহিনীর কাজ বলে তাঁর ধারনা, পরাজয় নিশ্চিত জেনে তারা এসব করছে বলে সঞ্জীববাবু মন্তব্য করেন।

প্রকাশ্যে গুলি, ভোটের আগে আতঙ্ক বনগাঁয়

প্রতিনিধি ঃ দিনের আলোয় গ্রামের মধ্যে চলল গুলি। নিহত হলেন একজন। জখম হয়েছেন আরো একজন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে আরজিকর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। শুক্রবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার কালুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ধর্মপুর এলাকায়।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম বিশ্বনাথ দে। বাড়ি হাবড়ায়। গুলিতে জখম হয়েছেন প্রতাপ মন্ডল, তার বাড়ি গাইঘাটা থানার মধ্য বকচরা এলাকয়। তার পিঠে গুলি লেগেছে। পুলিশ জানিয়েছে, তার অবস্থা আশঙ্কাজনক।

পুলিশ ও বাসিন্দারা জানিয়েছেন, এদিন সকাল ১১ টা নাগাদ ৩ জন দুষ্কৃতী

তৃতীয় পাতায়...

ভোট উৎসবে সেজে উঠেছে গ্রাম বাংলা

নীরেশ ভৌমিক ঃ রাজ্যে ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। মনোনয়ন পত্র জমার পর থেকেই দেওয়াল দখল ও বিরোধী দলের প্রার্থীদের ছবি নির্বাচনী প্রচারাভিযান। এরপর প্রার্থীদের ছবি সহ ফ্লেক্স- ফেস্টুন ও দলীয় পতাকা লাগানোর কাজ। হাট, বাজার, রাস্তার দুধারে,

তৃতীয় পাতায়...

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৭ ❐ সংখ্যা ১৬ ❐ ০৬ জুলাই, ২০২৩ ❐ বৃহস্পতিবার

হাইকোর্টের নিষেধাজ্ঞায় বুড়ো আঙুল!

রাজ্যে পঞ্চায়েত নির্বাচনে অশান্তি ও হিংসায় প্রথম থেকেই রাজ্য পুলিস প্রশাসন এবং রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দিকেই আঙুল তুলছে বিরোধী সব রাজনৈতিক দলগুলি। কিন্তু এর মধ্যেই সিভিক ভলান্টিয়ারকে পঞ্চায়েত নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করাকে নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। বিরোধীদের অভিযোগ, রাজ্য নির্বাচন কমিশন রাজ্য সরকারের তাবেদারি করছে, সে কারণেই বহু বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী ব্যবহার না করে সিভিক ভলেন্টিয়ারকে নির্বাচনের কাজে ব্যবহার করছে। সূত্রের খবর, রাজ্যের বহু বুথে সিভিক ভলান্টিয়ারকে দেখা গেছে রীতিমত পুলিশের ভূমিকায়। কোথাও সিভিক ভলান্টিয়ার লাইন সামলাচ্ছেন, কোথাও সামলাচ্ছেন ঝামেলা। কিংবা কোথাও বুথ পাহারার কাজেই ব্যবহার করা হচ্ছে সিভিক ভলান্টিয়ারকে। এখন প্রশ্ন উঠছে, আদালতের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সিভিক ভলান্টিয়ারকে ভোটের কাজে ব্যবহার করা হল কেন? যদিও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে শনিবার বিরোধীরা সব পক্ষই কমিশনের বিরোধিতা করে জানিয়েছিল। নির্বাচন সুস্থ ও শান্তিপূর্ণ করার কোনো ইচ্ছেই রাজ্য নির্বাচন কমিশনের ছিলনা। বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে সিভিক ভলেন্টিয়ার মোতায়েন নিয়েও জোর বিতর্ক শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। সূত্রের খবর, কলকাতা হাইকোর্টের পঞ্চায়েত নির্বাচন সংক্রান্ত একটি মামলায় বিচারপতি মান্থা নির্দেশ দিয়েছিল, কোনোভাবেই নির্বাচন সংক্রান্ত কোনও কাজে সিভিক ভলান্টিয়ার ব্যবহার করা যাবেনা। এছাড়া সম্প্রতি রাজ্য পুলিস প্রশাসনের তরফে একটি নির্দেশিকা দিয়ে জানানো হয়েছিল, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা সংক্রান্ত কোনো কাজে সিভিক ভলান্টিয়ারকে ব্যবহার করা যাবে না। তা সত্ত্বেও কেন এই নিয়ম মানা হলো না তা নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। সূত্রের খবর, এখনও অবধি হওয়া হিংসায় রাজ্যে ৪৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। যদিও সে বিষয়ে রাজ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব সিনহা শনিবারই জানিয়েছিলেন, ভোট শান্তিপূর্ণ করা রাজ্য পুলিস ও প্রশাসনের দায়িত্ব। কোনোভাবেই সেই দায় রাজ্য নির্বাচন কমিশনের উপর বর্তায় না এবং রবিবার সকালে তিনি জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত নির্বাচনে মোট ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

গোবরডাঙ্গায় সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত নাট্যায়নের নাট্যমেলা

সমাচার ঃ গোবরডাঙ্গার পৌর টাউনহলে মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বলন করে তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত নাট্যায়ন নাট্যমেলার উদ্বোধন করেন পৌর প্রধান শংকর দত্ত। উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমীর সদস্য সচিব হৈমন্তী চট্টোপাধ্যায়, অন্যতম সদস্য আশিস চ্যাটার্জী, গোবরডাঙ্গা থানার ওসি অসীম পাল, বিশিষ্ট সাংবাদিক বিপ্লব কুমার ঘোষ, ইন্দ্রজিৎ আইচ প্রমুখ।

বিশিষ্ট নৃত্যশিল্পী ও প্রশিক্ষক ভবেশ মজুমদারের নির্দেশনায় উদ্বোধনী নৃত্য পরিবেশন করেন স্থানীয় নৃত্যাল্পানার সদস্যবৃন্দ।

নাট্যায়নের কর্ণধার নারায়ণ বিশ্বাস জানান, এবারের নাট্যায়ন সম্মান প্রদান করা হয় অভীক ভট্টাচার্য ও সুরজিৎ পালকে।

দুটি পর্যায়ে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত নাট্যায়ন নাট্যমেলায় মোট ৯টি নাটক মঞ্চস্থ হয়। আয়োজক নাট্যায়ন মঞ্চস্থ করে তাদের নতুন নাটক 'রাস্তা'।

খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলীর সদস্য স্কুল ছাত্রী শরণ্যা বিশ্বাসের কথা বলা পুতুলের অনুষ্ঠান নাট্যায়ন নাট্যমেলাকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

নচার স্টাডি বা প্রকৃতি চর্চা

ভয়ংকর জীবাণু অস্ত্র ব্যবহার হতে যাচ্ছে

অজয় মজুমদার

ইরিনা ইয়ারোভায়া, এমপি পার্লামেন্টারি কমিটি ফর সিকিউরিটির প্রধান। তিনি দাবি করেন, পেন্টাগনে 'অ্যালায়েড ইনসেক্টস' নামে একটি প্রজেক্ট চলছে, যা রাশিয়ার পক্ষে ভয়াবহ। জীবাণু দিয়ে শত্রুপক্ষের হামলার কথা ভেবে পার্লামেন্টে একটি কমিশন তৈরি হয়েছে। সামাজিক মাধ্যমে ইরিনার ওই বক্তব্য ভাইরাল হাওয়ার পর ব্যঙ্গ বিদ্রুপের ছড়াছড়ি। দ্য প্যারানয়েড রাশিয়া' পশ্চিমী সংবাদ মাধ্যমের শিরোনাম। একজন বলেছেন, ইউক্রেন থেকে মশারা যুদ্ধ করতে আসছে।

ক্রেমলিনের দাবী, মস্কোর হামলা চালানোর উদ্দেশ্য ইউ এস এ এক রকম বিশেষ মশা তৈরি করছে। যে মশাকে বলে জিএম বা জেনেটিক্যালি মডিফায়েড মশা। জিনের অদল-বদল ঘটিয়ে এই মশা তৈরি করা হচ্ছে। ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে সেই মশাকে মানুষের দেহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানো হবে। এই জিএম মশাকে ছেড়ে দেওয়া হবে মস্কোতে। ক্রেমলিনের শীর্ষ মহলের এক অংশের বক্তব্য, ইউ এস এস-র কয়েকজন বিজ্ঞানী ইঞ্জেকশন দিয়ে মশাকে মারণ জীবানুর বাহকে পরিনত করার বিষয়ে পারদর্শী। আশঙ্কা করা হচ্ছে মস্কোর উদ্দেশ্যে এই মশাকে রওনা করে দেয়া হতে পারে। এই মুহূর্তে মস্কো ও জীবানুযুদ্ধের মুখে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। মশা বায়োলজিক্যাল ভেক্টর হিসাবে বহুদিন ধরেই স্বীকৃত। মশার কামড়ে ডেঙ্গি কিংবা ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়া হলে শরীরে যে বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হয়, সেই আতঙ্কে আমরা সবাই। সে জন্য মস্কোতে ক্রেমলিনের প্রশাসকদের মধ্যেও এখন মশা নিয়ে আতঙ্ক।

একটি তথ্যচিত্রের কথা জানা যায় নাম— "অ্যান্টম্যান এন্ড হিজ গার্ল ফ্রেন্ড দ্যা ওয়াসপ", রাশিয়ার তেজস্ক্রিয় রাসায়নিক জৈব সুরক্ষা বাহিনীর প্রধান ইগর কিরিলভ দাবি করেন, দক্ষিণ ইউক্রেনে কাখোভকা বাঁধ ইউএসএ ধ্বংস করেছে এবং ওটা তাদের মসকুইটো মাস্টার প্ল্যান এর অঙ্গ। জলস্তর নামার পর সংক্রমনের একটা কেন্দ্র বা রোগের ডিপো তৈরি করা সম্ভব মশাদের মাধ্যমে।

জৈবিক যুদ্ধবিগ্রহ অর্থাৎ জীবাণু ভিত্তিক রণযুদ্ধ হলো, মানুষ হত্যা কিংবা বিকলাঙ্গ করার উদ্দেশ্যে সামরিক যুদ্ধে জৈবিক বিষাক্ত পদার্থ কিম্বা সংক্রমণ অনুজীব, যেমন-- ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস এবং ছত্রাককে ব্যবহার। মানুষের একটি সহজাত প্রবণতা হলো সবার সামনে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে ধরা। সেই শ্রেষ্ঠত্বের মাপকাঠি হিসাবে সে বেছে নেয় শক্তি আর বাহুল্য প্রয়োগ। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শক্তি আর ক্ষমতা প্রদর্শনের উপায়ের মধ্যেও এসেছে পরিবর্তন। দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি কল্যাণের পতাকাবাহি বিজ্ঞান এক্ষেত্রে যেসব শক্তিমান মানুষের প্রধান হাতিয়ার, তাদের হাতে নতুন প্রযুক্তির আবির্ভাব ঘটেছে। বিশেষজ্ঞরা জীবাণু অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে সংগঠিত যুদ্ধকে অভিহিত করছেন বায়োলজিক্যাল ওয়্যারফেরার বা জীবনু যুদ্ধ নামে। জীবাণু যুদ্ধ কিন্তু শুধু হাল আমলের নয়। অনেক পুরনো। জীবাণুযুদ্ধ প্রথম লক্ষ্য করা যায় ১৩৪৩ সালে। তখনকার তাতার বাহিনী প্লেগ রোগে মৃত সৈন্যদের কাফা শহরের মধ্যে ফেলে দিয়ে বাইরে থেকে সব প্রবেশের পথ বন্ধ করে দিয়েছিল ও ১৭৬৭ সালে সংগঠিত ফরাসি ও ভারতীয়দের মধ্যেকার যুদ্ধে ফরাসি সৈন্যরা গুটি বসন্তের জীবাণুকে কম্বলে মিশিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে বিতরণ করেছিল। এর প্রধান উদ্দেশ্য সহজেই অনুমেয়। স্বাস্থ্যবান জনগণের মধ্যে গুটি বসন্ত ছড়িয়ে দেওয়া। ১৯০০ সালে এসে অনুজীবভিত্তিক সংক্রমন রোগের উদ্ভব হলো, তখন থেকেই আধুনিক জীবাণু অস্ত্রের ধারণা শুরু। ১৯২৫ সালে জেনেভা প্রোটোকলে জীবাণু অস্ত্র গবেষণা। ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলেও উন্নত দেশগুলি বিরত থাকেনি এই গবেষণা থেকে। ১৯৬৯ সালের ২৫ শে নভেম্বর এক বিবৃতিতে পূর্বের আমেরিকার প্রেসিডেন্ট
নিক্সন তাঁর দেশে জীবাণু অস্ত্র ব্যবহারের উপর নিষেধাজ্ঞার দাবি মেনে নেন।

জীবাণু যুদ্ধের ভয়াবহতা— বিশ্ব যখন শান্তির সুবাতাস পেতে শুরু করেছে। তখন মৃত্যু দূত এর কালো থাবার মত বিস্তার লাভ করছে এই জীবাণু যুদ্ধের ধারণা। গত ২৫ বছরে নাগরিক সভ্যতা এবং সামরিক বাহিনীর যে বিশাল পরিবর্তন এসেছে, তার মূলে রয়েছে এই বায়োলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার ও জীবাণু অস্ত্রের উন্নততর গবেষণা ও ব্যবহার ক্রমেই দোদুল্যমান করে তুলেছে গোটা বিশ্বকে। যার প্রভাব অত্যন্ত সুদূর প্রসারী। জীবাণু যুদ্ধে ব্যবহৃত এজেন্ট গুলিকে উন্নততর প্রযুক্তির মাধ্যমে স্বাভাবিক কার্যক্ষমতার থেকে ১০০ গুণ বেশি কর্মক্ষম করে তোলা হচ্ছে। পরিচিতি জীবাণু অস্ত্র গুলিকে জেনেটিক্যালি বদলে ফেলে তাদের আরও ভয়ঙ্কর রূপ দেওয়া হচ্ছে। এভাবে বিশ্ব পরিস্থিতি ক্রমেই চরম পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। ২০০১ সালে আমেরিকার তখনকার সিনেট টম ডাচলের কাছে একটি চিঠি আসে। ওই চিঠিতে ছিল অ্যানথ্রাক্স জীবাণু মাখানো। টম প্রথমে বুঝতে পারেননি। তিনি চিঠিটি খুলে পড়েন। চিঠিতে লেখা ছিল অ্যানথ্রাক্স জীবাণু মাখানো। ওই সময় আমেরিকায় তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। কোন প্যাকেট আমেরিকার থেকে এলে তাকে ল্যাবটারিতে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হতো। ডাকে চিঠি বা পার্সেল গেলেও তা পরীক্ষা করে দেখা হতো। অজ্ঞাত সূত্র থেকে পাঠানো ওই চিঠিতে বলা হয় আমেরিকাকে ধ্বংস করতে ওই জীবাণু পাঠানো হয়েছিল।

জীবানু অস্ত্রের মাধ্যমে যুদ্ধে 'জীবাণু ভয়' দেখিয়ে যুদ্ধ করার প্রবণতা দেখা দিচ্ছে। তাই যুদ্ধ ময়দানে ভয়কে নিয়ন্ত্রণ করা এবং প্রতিপক্ষকে উল্টো চাপে ফেলার রীতিকেই যুদ্ধের অন্যতম কৌশল বলে মানা হচ্ছে।

জীবাণু যুদ্ধে দুটো উদ্দেশ্য, প্রথমটি হল অর্থনীতির ওপর চাপ সৃষ্টি করা। আর দ্বিতীয়টি হল সংক্রামক রোগের ওষুধ আগেই তৈরি করে রাখা। যাতে ওষুধ বিক্রি করে প্রচুর মুনাফা লোটা যায়। যেসব দেশ বিজ্ঞান গবেষণায় ফান্ড বা টাকা দেয়, তারা পারমাণবিক গবেষণায় টাকা কমিয়ে দিয়েছে। কারণ পারমানবিক গবেষণার ভবিষ্যৎ অন্ধকার। তুলনায় জীবাণু অস্ত্রের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। তাই এখন সব থেকে বেশি ফান্ড দেওয়া হচ্ছে বায়োলজিক্যাল রিসার্চ এর জন্য। ফলে পারমাণবিক বিজ্ঞানীরা মলিকুলার বায়োলজি গবেষণার জন্য চলে আসছে, পারমাণবিক গবেষণার অভিজ্ঞতা নিয়ে। তারা জীবাণু অস্ত্র তৈরীর কাজে হাত লাগিয়েছে। তৃতীয় পাতায়...

কালের বিবর্তনে হারিয়ে যাচ্ছে মানুষের জীবন-জীবিকা

নির্মল বিশ্বাস

জীবনের স্বার্থেই জীবিকার উদ্ভব হয়েছিল একদিন। জীবন মানেই যেখানে সংগ্রাম। তাই জীবন ধারণের জন্য বিচিত্র জীবিকা অবলম্বিত হয়। আর এই জীবন ধারণের তাগিদেই মানুষ তার সাধ্যমতো বৃত্তি বা পেশায় নিজেকে যুক্ত করতে বাধ্য হয়েছে। এই জীবিকা মানেই কর্ম বা কাজ। আবিস্কার করে নিতে হয় দিন যাপনের নতুন পন্থা। মানুষের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য তার বাধ্যতামূলক কৃতকর্ম। তাই তার অস্তিত্বের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে প্রত্যক্ষ এই জীবিকার সঙ্গে ও তার নিরাপত্তা আর স্বাধীনতার রকমফেরেরও নির্ভর করে আছে তার ওপরে।

জীবনের জন্য জীবিকা হলেও, ব্যক্তি জীবনের গঠন বা আকৃতি বদলে যায় জীবিকার দায় ও দাবিতে। জীবিকা শুধু মনের ওপরই বিস্তার করে না, হাবে-ভাবেও ছাপ রেখে যায়। তাই মানুষের চাল-চলন চেহারা দেখে যে কোনো পর্যবেক্ষণ দক্ষ ব্যক্তিই বলে দিতে পারেন লোকটির পেশাগত চরিত্র কী। অথচ দুঃখের বিষয়— এই বৃত্তির সঙ্গে নেশারও সব সময় মিলও হয় না। শুধু অমিল হয় তাই-ই নয়, সরাসরি সংঘাত বাধে। তাঁর মানসিকতা, তার স্বভাব, তার চরিত্র স্রোতের বিপরীতে চলতে চলতে পীড়িত হয়। বেঁচে থাকা কখনও অর্থহীন হয়ে পড়ে।

মানুষ তো আর শুধুই খাওয়া-পরার জন্য বাঁচে না। শুধু বংশ বৃদ্ধির মধ্যে তার আত্ম-বিকাশের আকাঙ্ক্ষা পূরণ হয় না। পেশার কথা বলতে গিয়ে আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগের একটা ছবি মনের পর্দায় ভেসে ওঠে— ১৯৫১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে কথা। সেদিন শেষ অপরাহ্নে দীর্ঘ গাছের ছায়া ঢাকা লাল সুরকি বেছানো রাস্তায় সাইকেলের ক্রিং ক্রিং বেল বাজিয়ে কালো রঙয়ের ব্যাগ কেরিয়ারে রেখে মাথায় শোলার টুপি, ডাক্তারবাবু ধুতির ওপর কালো কোট পরে আমাদের বাড়িতে আসতেন অসুস্থতার খবর পেলেই। আমার বুকে স্টেথো বসিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কি সব শুনতেন, পরে জ্বর তপ্ত কপালে হাত বুলিয়ে মৃদু হেসে বলতেন, 'ভাবিস নে, অষুধ দিয়ে গেলাম, ক'দিনেই ভালো হয়ে যাবি।' ডাক্তারবাবুর হাসিটা আমার স্বর্গীয় মনে হতো। মনে মনে ভাবতাম, আমি ঠিক ভালো হয়ে যাবো। গিয়েছিলামও। ডাক্তার বাবুকে দেড় টাকা ভিজিট দিতেন আমার বাবা। পাশের ঘরে গিয়ে মায়ের কাছ থেকে চা-নাস্তা খেয়ে গল্প করে বেরতেন আবার ডক্তারবাবু। এবারও ক্রিং ক্রিং ধ্বনিটা এক সময় ক্ষীণতর হয়ে হারিয়ে যেতেন গলির বাঁকের পথে।

এ প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে পড়ছে বারবার। সময়টা সম্ভবত ১৯৫২ সাল। আমরা তখন কলকাতা এন্টালির কাছেই ৩৫/আর কৃষ্টফার রোডের মুখে ৩নং রেল পুলের কাছে থাকতাম। বাবা তখন লালবাজারে পুলিশ লাইনে চাকরিতে নিযুক্ত ছিলেন। প্রতি রবিবার ছুটির দিনে পুলিশ ব্যারাকে, কিচেনে, শৌচাগার, ড্রেনে ডিডিটি আর ব্লাচিং পাউডার ছড়ানো বাধ্যতামূলক ছিল। সে সময় প্রতি সপ্তাহে পুলিশ ব্যারাকে হত প্যালুড্রিন প্যারেড, অর্থৎ ওই সময় সকলকে প্যালুড্রিন ট্যাবলেট বা বড়ি সবাইকে খেতে হতো। তাছাড়া, রাতে মশারি টাঙানো বাধ্যতামূলক ছিল। সিপাই ও হাবিলদারদেরও মশারি সরবরাহ করা হত।

বেশ কয়েকদিন পর আমাদের বাড়িতে এক আত্মীয় বেড়াতে এলেন। পারিবারিক কুশল বিনিময়ের পরে এক সময় কথা প্রসঙ্গে বাবাকে বললেন, 'তার বড় ছেলে এখন মশা মারছে।' বাবা সেদিন ঠাট্টা মনে করলেও তিনি বুঝিয়ে বলেন, মশা মারার জন্য সরকার বিভাগ খুলেছেন। তাঁর ছেলে সেই বিভাগে নতুন চাকরি পেয়েছে।

অনেকদিন পর সেই আত্মীয়ের ছেলেটি ও জনা পাঁচ-ছয়ের একটি দল নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। তাদের পিঠে স্প্রে করার জন্য একটা বড় ক্যান, তাতে ডিডিটি ভর্তি। তারা শৌচাগার, বাথরুম, বাড়ির আনাচে-কানাচে সর্বত্র ডিডিটি ছিটাল। কয়েকদিন পর ওই বিভাগের একজন অফিসার এসে খোঁজ-খবর নিলেন। ডিডিটিতে কেমন কাজ হয়েছে। এরপর তিনি এলেন ও একদিন লালবাজার পুলিশ লাইনে। তখন নিয়ম ছিল সপ্তাহে অন্তত একদিন চৌকিদার ও দফাদারদের থানায় হাজিরা দিতে হত। আজকের গণতান্ত্রিক অধিকারে সেদিনের এই প্রথা একেবারে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। আজ আর কোনো গ্রামে চৌকিদার বা দফাদারের দেখা মেলে না।

তখন ম্যালিরিয়া নিবারণ বিভাগের অফিসার এসে এলাকার চৌকিদার বা দফাদারদের জিজ্ঞাসাবাদ করতেন, তাঁদের মহল্লায় বা প্রতিটি গ্রামে ডিডিটি ছেটানো কর্মীরা সঠিকভাবে কাজ করেছে কি না। কখনও 'না' উত্তর এলে সেখানে ডিডিটি ছেটানোর জন্য পাঠাতেন। সে সময় শহর ও শহরতলিতেও একই প্রোগ্রাম ছিল। ডিডিটি স্প্রে কর্মীরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে ডিডিটি ছেটানোর পর সদর দরজার কাঠের এক কোনায় চকখড়ি দিয়ে নম্বর ও তারিখ লিখে যেতেন। শহরবাসীও খুশি হতেন।

সেদিন তাঁদের দেওয়া ওষুধে শুধুই মশা নয়, মাছি, টিকটিকি, আরশোলা, নেংটি ইঁদুরও পর্যন্ত সাফ হয়ে যেতো। সে সময় রাজ্য ও কেন্দ্রে স্বাস্থ্যমন্ত্রী হতেন নামি চিকিৎসক। এখন ওসবের বালাই নেই। সে যা হোক, ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ বিভাগের দক্ষতায় সেদিন দেশ থেকে ম্যালেরিয়া নির্মূল হয়েছিল।

প্রকৃতপক্ষে পেশা হল সমাজের অন্তর্বর্তী বন্ধন। মানুষের সঙ্গে মানুষের অন্তরঙ্গ যোগসূত্র। এই বিশেষ সমাজ তথা ভূমিখন্ডের দৈনন্দিন রূপচিত্র। তার অভিপ্রায় অভিরুচি নকশা ও টপোগ্রাফি একসঙ্গে। পেশা অনেক দূরবর্তী মানুষকেও একান্নবর্তী করে তোলে। অথচ আমাদের রাজ্যে গ্রামগঞ্জে, শহরে কত বিচিত্র ও বিস্ময়কর পেশা বা জীবিকা রয়েছে আজকের দিনে অনেকেই সে খবর রাখেন না।

পরবর্তী সংখ্যায়....

চাঁদপাড়ায় প্রচারে ঝড় তুললেন বিধায়ক অসীম সরকার

সংবাদদাতা ঃ ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারের শেষ লগ্নে বুধবার অপরাহ্নে চাঁদপাড়া অঞ্চলে নির্বাচনী সভা করতে আসেন হরিনঘাটার বিজেপি বিধায়ক ও রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত লোক গায়ক অসীম সরকার। এদিন সুবক্তা অসীম সরকার চাঁদপাড়া এলাকায় বেশ কয়েকটি সভা করেন। সন্ধ্যার পরে শ্রী সরকার সভা করেন চাঁদপাড়া স্টেশন সংলগ্ন ঢাকুরিয়া গ্রামের উদ্বাস্তু অধ্যুসিত এলাকায়।

সেখানে ওপার বাংলার মানুষজনের এক বিশাল জমায়েত অসীমবাবু তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে রাজ্যের দুর্নীতিগ্রস্থ তৃণমূল সরকারের বিভিন্ন অপকীর্তির কথা তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে মতুয়াদের আরাধ্য দেবতা গুরুচাঁদ ঠাকুরকে গরুচাঁদ বলায় মমতা ব্যানার্জীর তীব্র সমালোচনা করেন। সম্প্রতি অভিষেক ব্যানার্জী ও তাঁদের চটিচাটা রাজ্যের পুলিশ ঠাকুরবাড়িতে এসে মন্দির অপবিত্র করার নিন্দা করেন। নাম না করে এদিন তিনি মমতা ঠাকুরের ভূমিকারও সমালোচনা করেন। মতুয়াদের ভোট না পেলে মমতার তৃণমূল সরকার এরাজ্যে ক্ষমতায় আসতে পারতো না বলে মন্তব্য করেন।

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদল এবং কেন্দ্রীয় অর্থের নয়ছয় করার জন্য তৃণমূল সরকার ও মমতার সমালোচনা করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদিজী মতুয়া সহ ধর্মীয় কারনে ওপার বাংলা থেকে আসা মানুষজনের স্বার্থে সি এ এ চালু করবেন বলে প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ৮ জুলাই ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনের তিনটি স্তরেই পদ্মফুল প্রতীকে ছাপ দিয়ে সর্বত্র বিজেপি প্রার্থীদের জয়যুক্ত করার আহ্বান জানান। তিনি সভায় উপস্থিত দলীয় প্রাথী বিকাশ রায়, মন্টু বিশ্বাস, স্বপ্না মল্লিক, প্রণব সরকার প্রমুখ প্রার্থীদের পরিচয় করান এবং সকলকে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করার কথা বলেন। কবিয়াল অসীম বাবুর মনোজ্ঞ ভাষণ ও সুমধুর সংগীত এদিনের নির্বাচনী সভাকে আকর্ষনীয় করে তোলে।

থিয়েট্রিক্সের মাইম ও নাটকের কর্মশালা - ২০২৩

সঞ্জিত সাহা ঃ ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং পশ্চিমবঙ্গ নাটক একাডেমীর অর্থানুকুল্যে মাইম ও নাটক শিক্ষার এক কর্মশালার আয়োজন করে জেলার অন্যতম সাংস্কৃতিক সংস্থা ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্স। গত ৩ জুলাই জেলা সদর বারাসাতের বনমালীপুর প্রিয়নাথ ইনস্টিটিউশনে প্রদীপ প্রোজ্জ্বলন করে সপ্তাহ দুই ব্যাপী আয়োজিত কর্মশালার উদ্বোধন করেন বনমালীপুর প্রিয়নাথ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক দেবাশিস পোদ্দার ও অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও বিশিষ্ট সাংবাদিক নীরেশ ভৌমিক। ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব ও প্রশিক্ষক সুবীর রায়, প্রসূন ব্যানার্জী ও শিক্ষক তন্ময় সরকার প্রমুখ। আয়োজক সংস্থা ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্সের কর্ণধার বিশিষ্ট মূকাভিনেতা জগদীশ ঘরামী সকলকে স্বাগত জানান। সংস্থার সহ-সম্পাদিকা দিপালী বর সকলকে উত্তরীয় ও বৃক্ষচারা প্রদানে বরণ করে নেন।

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে উপস্থিত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সামনে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলা-ধুলো এবং সংস্কৃতি চর্চার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। সমবেত পড়ুয়াগণকে মনযোগ সহকারে নাটক ও মাইম শিক্ষার প্রশিক্ষন গ্রহনের আহ্বান জানান প্রধান শিক্ষক দেবাশিস বাবু। কর্মশালা থেকে প্রাপ্ত এই প্রশিক্ষণ উপস্থিত সকল প্রশিক্ষনার্থীগণের জীবনের চলার পথের পাথেয় স্বরূপ হয়ে থাকবে বলে মন্তব্য করেন প্রবীণ শিক্ষক ও সাংবাদিক নীরেশ ভৌমিক। কর্মশালা ও নাটকের গুরুত্ব তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন নাট্যব্যক্তিত্ব ও প্রশিক্ষক সুবীর রায় ও প্রসূন ব্যানার্জী। উদ্বোধন অনুষ্ঠান শেষে বিশিষ্ট মূকাভিনেতা জগদীশ ঘরামীর মূকাভিনয় উপস্থিত সকলের প্রশংসা লাভ করে।

প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমিক ঃ বিগত বৎসরগুলির মতো এবারও গত ১ জুলাই সারা দেশের সাথে চাঁদপাড়াতেও মর্যাদা সহকারে প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন করে ভারতীয় ষ্টেট ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে এদিন ভারতীয় ষ্টেট ব্যাঙ্কের চাঁদপাড়া শাখার শাখা প্রবন্ধক অনুপম বিশ্বাসের ব্যবস্থাপনায় ব্যাঙ্ক ভবনের প্রবেশদ্বার ফুল ও নানা রঙের বেলুনে সাজানো হয়।

এদিন ব্যাঙ্কে আগত সকল গ্রাহকবৃন্দকে স্বাগত জানান ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। সকলকে কফি ও বিস্কিটে আপ্যায়িত করা হয়। কাউন্টারে কর্মরত ব্যাঙ্ক কর্মীগণ সকল গ্রাহকদের হাতে পেন ও চকোলেট তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। ব্যাঙ্ক ডে'তে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের এমন মধুর ব্যবহারে অতিশয় খুশি এদিনের ব্যাঙ্কে আসা গ্রাহকগণ।

সেজে উঠেছে গ্রাম বাংলা

প্রথমপাতার পর...

এমনকি অলি-গলিতে বিভিন্ন দলের পতাকা, ফ্লেক্স ও ফেস্টুনে সেজে উঠেছে পল্লীর জনপদ। বহুস্থানে বৃক্ষরাজীকে পেরেকে বিদ্ধ করে লাগানো হয়েছে দলীয় পতাকা ও প্রার্থীর এবং দলীয় নেতৃবৃন্দের ছবি সহ প্ল্যাকার্ড। ভোট উৎসবকে ঘিরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলে নেতা-কর্মীদের মধ্যে সাজো সাজো রব। সেই সঙ্গে রঙ-বেরঙের পতাকা, ফ্লেক্স ও প্ল্যাকার্ডে জমজমাট ভোটের লড়াই। তবে এবারে দেওয়াল লিখন থেকে ছোট বড় ফ্লেক্স-ফেস্টুনে প্রচারের আধিক্য চোখে পড়ে।

জাপান থেকে অভিনয় এর প্রশিক্ষণ নিয়ে এল গোবরডাঙ্গার ভূমিসুতা

নীরেশ ভৌমিক ঃ দিল্লীতে জাতীয় নাট্য বিদ্যালয় থেকে অভিনয় শিক্ষা গ্রহণের পর সম্প্রতি সূর্যোদয়ের দেশ জাপান থেকে অভিনয় প্রশিক্ষণ নিয়ে এল নাটকের শহর গোবরডাঙ্গার ঐতিহ্যবাহী নাট্যদল নকসার তরুণী অভিনেত্রী স্বনামখ্যাত ভূমিসুতা দাস।

স্বনামধন্য নাট্যব্যক্তিত্ব ও নকসা'র পরিচালক আশিস দাস ও বিশিষ্ট নাট্যাভিনেত্রী দীপান্বিতা বণিক দাস এর সুযোগ্য কন্যা ভূমিসুতা সম্প্রতি জাপানে গিয়ে 'সুজুকি মেথড অফ অ্যাক্টিং'-এর প্রশিক্ষণ নিয়ে এসেছে।

প্রশিক্ষণ নিয়ে আসার পর নাটকের এই নতুন মেথডটি সম্পর্কে জানতে অনেকেই আগ্রহী। ভূমিসুতার জননী দীপান্বিতা দেবী জানান, বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন এই মেথডটি নিয়ে বহুল চর্চা হচ্ছে। অনেকেই ভূমিসুতাকে নিয়ে এই মেথডটির প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার আবেদন জানাচ্ছেন।

দীপাদেবী জানান, ভূমিসুতা নতুন কিছু জানা ও শেখার জন্য সম্পূর্ণ নিজের আগ্রহে জাপানে পাড়ি দিয়েছিল। ভূমিসুতা ঢাক ঢোল পিটিয়ে নয়, সবসময় কোন কাজ নীরবেই করতে চায়। বর্তমানে এত মানুষের আগ্রহ দেখে এ বিষয়ে একটি ওয়ার্কশপের আয়োজনে সম্মত হয়েছে। আগামী ১২ থেকে ১৬ই জুলাই ভূমিসুতার ৫ দিনের এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গেছে। ভূমিসুতার আসন্ন এই নাট্য কর্মশালাকে ঘিরে জেলার নাট্যকর্মীদের মধ্যে বেশ আগ্রহ ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হচ্ছে।

অ্যাক্টোর প্রতিষ্ঠা দিবসে নানা অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ ২০০৯ সালের ১ জুলাই তারিখে জেলার নাট্য জগতে পথ চলা শুরু করেছিল চাঁদপাড়ার অ্যাক্টো নাট্য সংস্থা। অচিরেই সেই নবীন নাট্যদল অ্যাক্টো জায়গা করে নেয় রাজ্যের নাট্য জগতে। গত শনিবার ছিল অ্যাক্টোর সুভাষ চক্রবর্তীরও জন্মদিন, দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে অ্যাক্টো কর্তৃপক্ষ।

এদিন সন্ধ্যায় সংস্থার স্নেহলতা স্মৃতি মঞ্চে কেক কেটে আয়োজিত অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করে শিশু শিল্পী এষণা মিত্র। অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজ কর্মী সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ঠাকুরনগর চলন্তিকার সম্পাদক সজল বাইন, নৃত্য প্রশিক্ষক ও কোরিওগ্রাফার মৃন্ময় সাহা, নাট্যাভিনেত্রী শ্রীতমা ঘোষ, প্রধান শিক্ষক মনতোষ মজুমদার, সাংবাদিক অনন্ত চক্রবর্তী সহ সংস্থার সকল সদস্যগণ। সংস্থার সভাপতি বিশিষ্ট অভিনেতা দিলীপ ভট্টাচার্য উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান।

শুরুতে সংস্থার প্রাণপুরুষ সুভাষ চক্রবর্তী সংস্থার জন্মলগ্ন থেকে বিগত ১৩ বৎসরের জয়যাত্রার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। সেই সঙ্গে জানান, 'অ্যাক্টো শুধু নাটক নয়। এখন শ্রুতি নাটক, পুতুল নাটক সহ যাদু প্রদর্শনীর অনুষ্ঠানও পরিবেশন করছে।' এদিনের মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে শিবম ঢালীর বাঁশির সুর সৃজিতা বাইনের রবীন্দ্র কবিতা আবৃত্তি, ছোট্ট সমৃদ্ধি মজুমদারের নৃত্য এবং ত্রিপর্ণা ভট্টাচার্য, কনক চক্রবর্তী, তপন ভট্টচার্য, শান্তনু চক্রবর্তী ও স্কুলছাত্রী দীপা দাসের সংগীতানুষ্ঠান সমবেত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে মুগ্ধ করে। নানা অনুষ্ঠান ও সংস্কৃতি প্রেমী বহু মানুষের উপস্থিতিতে এ্যাক্টো আয়োজিত ১৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদ্‌যাপন অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

স্বর্গীয়া 'সাধনা দেবী' স্মরণে

সুকমলেন্দু (বাবলু) সাহা

আইনজীবী

সূর্যের কিরণ ছড়ায়ে ছিলে বাক্‌হীন নীরবতার মাঝে,
কি বার্তা পেয়ে চলে গেলে অন্তহীন যাত্রার পথে।

মর্ত্যের মাটি হতে তুমি আজ অনেক দূরেতে,
একাকীত্বের জীবন শুরু তব বৈজয়ন্তীর স্বর্গমূর্তিতে।

দূরে থেকেও তুমি আছ সবাকার বুকের আসনে,
নত তুমি কাহারও মনের নির্বাসনে।

সেথা নাই বার্ধক্য আছে অনন্ত যৌবন,
সেই অমরাপুরীতে কাটাইবে সারাটি জীবন।

ছিল তব সততা, শ্রম আর নিষ্ঠার জীবন,
নির্বানের শান্তি লাভে চলে গেলে বৈকুণ্ঠ ধাম।

ভিড়ে ঠাসা স্মৃতিচারণের সভা আত্মীয় পরিজনে,
নিচ্ছিদ্র নীরবতার ঢেউ অশ্রু বিসর্জনে।

রাখিত আশীর্বাদের হাত সবাকার মাথায়
সশ্রদ্ধ প্রণাম আমার থাকিল তন পায়।

বিনম্র শ্রদ্ধায়

স্নেহের বাবলু

বনগাঁ, আমলাপাড়া

প্রকাশ্যে গুলি

প্রথম পাতার পর

বাইকে করে গ্রামের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন। ওই সময় একে অপরকে লক্ষ্য করে তারা গুলি চালায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় বিশ্বনাথের। তার বুকে গুলি লাগে। এই ঘটনায় আতঙ্কিত গ্রামবাসী বাড়ির মধ্যে ঢুকে অনেকেই দরজা বন্ধ করে দেন। পুলিশকে খবর দেওয়া হলে বনগাঁ ও গোপালনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। রাস্তার পাশে ডোবার মধ্যে পড়েছিল বিশ্বনাথের মৃতদেহ। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে পুলিশ দুটি বাইক উদ্ধার করেছে।

পুলিশ জানিয়েছে, নিহত আহত সকলেই জমি কেনা বেচা কারবারের সঙ্গে যুক্ত। তা নিয়ে গোলমালের জেরে এই ঘটনা ঘটেছে। ঘটনাস্থলে আরো একজন ছিল। পুলিশ জানিয়েছে, তার নাম কৃষ্ণ মজুমদার বাড়ি হাবরায়। পুলিশ তার খোঁজ শুরু করেছে। এই ঘটনায় গ্রামবাসীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। তাদের কথায় আমাদের এখানে আগে কখনো গুলি চলেনি। এই রাস্তায় সারারাত ধরে লোকজন যাতায়াত করে। গভীর রাত পর্যন্ত গ্রামের মানুষ রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে গল্প গুজব করেন। এই ঘটনায় আমরা আতঙ্কিত। আর হয়তো রাতে রাস্তায় বের হতে পারবো না।

গুলি চালানোর ঘটনায় রাজনৈতিক রং লেগেছে। বনগাঁর বিজেপি সাংসদ শান্তনু ঠাকুরের অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয় বনগাঁ দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারের অভিযোগ, 'ভোটের আগে বিভিন্ন এলাকা থেকে তৃণমূলী দুষ্কৃতীরা জড়ো করেছিল ভোটে সন্ত্রাস চালানোর জন্য। তাদের মধ্যে টাকা পয়সা নিয়ে গোলমালের জেরে এই ঘটনা। পুলিশ প্রশাসনের কাছে আবেদন করব তারা যেন ভোটের দিন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে।'

অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস। তিনি এদিন ধর্মপুর গ্রামে আসেন। গ্রামের মানুষকে অযথা আতঙ্কিত না হওয়ার পরামর্শ দেন। তার কথায় 'নিহত আহতরা সকলেই বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতী। জমি মাফিয়া দের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে গোলমালের জেরে এই ঘটনা। দুষ্কৃতীরা হয়তো বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদারের কাছে যাচ্ছিলেন। ভোট অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ হবে।

ভয়ংকর জীবাণু অস্ত্র ব্যবহার হতে যাচ্ছে

প্রথমপাতার পর...

রাশিয়া দাবি করছে যে, ইউক্রেন রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র তৈরির পরিকল্পনা করেছে। এই নিয়ে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে একটি জরুরী বৈঠক বসেছিল কিছুদিন আগে। তবে রাশিয়ার এখন দাবি ' ফলস ফ্ল্যাগ' বলে নাকচ করে দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে, ইউক্রেন বলেছে, রাশিয়ার এমন দাবির অর্থ হল নিজের দোষ অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা।

বিজ্ঞাপনের জন্য
যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

গাইঘাটার মার্কেটিং কোঅপারেটিভে ইফকোর কৃষি বিষয়ক আলোচনা সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ দেশের বৃহত্তম সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইন্ডিয়ান ফার্মাস ফার্টিলাইজার কো-অপারেটিভ লিঃ এর উদ্যোগে গাইঘাটা থানা মার্কেটিং কো-অপারেটিভ সোসাইটির সভাগৃহে গত ৩০ জুন কৃষি বিষয়ক এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ব্লকের বিভিন্ন সমবায় সমিতির প্রতিনিধি মানুষজন উপস্থিত ছিলেন। বিশিষ্টজনেদের মধ্যে ছিলেন ইফকোর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের বিপনন প্রবন্ধক স্বপন রায়, জেলার ফিল্ড মানেজার রীতেশ ঝা প্রমুখ। ছিলেন গাইঘাটা মার্কেটিং কো-অপারেটিভ এর সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজকর্মী অমল বিশ্বাস। শ্রী বিশ্বাস উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। আলোচনা সভার শুরুতে ফিল্ড ম্যানেজার মিঃ ঝা তাঁর স্বাগত ভাষণে বর্তমানের কৃষি সমস্যা, কৃষি পণ্য উৎপাদনে বিস্তর ব্যয় বৃদ্ধি, বীজের দাম বৃদ্ধি, মজুরি বৃদ্ধি, সেচ ও ফসল রক্ষার খরচ বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে ক্রমাগত সারের মূল্য বৃদ্ধি, সার ব্যবহারের পরিমান বৃদ্ধি ইত্যাদি কৃষি বিষয়ক সমস্যাগুলি তুলে ধরেন এবং সার ব্যবহারে কিছু পরিবর্তন আনার পক্ষে জোর সওয়াল করেন। ইফকোর বিশিষ্ট আধিকারিক স্বপন রায় তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যে জানান, রাসায়নিক সার আবিস্কার ও ব্যবহার শুরু হওয়ার পর আমাদের দেশের কৃষি ক্ষেত্রে যথেষ্ট উন্নতি হয়, কিন্তু ক্রমাগত রাসায়ানিক সার ব্যবহারে জমির উর্বরতা শক্তির ক্ষতি হয়েছে। জমির সুস্বাস্থ্য রক্ষা করতে গেলে রাসায়নিক সারের ব্যবহার কমিয়ে জৈব সারের ব্যবহার বাড়াতে হবে। মাটিতে জীবানু সার ব্যবহারের ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি ঘটবে। শ্রী রায় ইফকোর পরিবেশ বান্ধব সবুজ প্রযুক্তির উল্লেখ করে বায়োডি কম্পোজার, সাগরিকা ব্যবহারের উপর জোর দিতে বলেন। সাগরিকা হচ্ছে ফসলের কমপ্লিট ফুড। এই সার স্প্রে করে ফসলে ব্যবহার করলে ভালো ফল পাওয়া যায় বলে স্বপন বাবু মন্তব্য করেন এছাড়া ইফকোর যুগান্তকারী আবিস্কার ন্যানো ইউরিয়া তরল, ন্যানো ডি এ পি, পটাশ ৩০-০-৫০ ব্যবহারে কৃষকরা সুফল পাবেন বলে শ্রী রায় জানান। জলে গোলা সার প্রয়োগ ফসলের পক্ষে খুবই কার্যকারি। কৃষি বিশেষজ্ঞ স্বপন বাবু এদিন পর্দায় আলোক চিত্রের মাধ্যমে ঘরোয়া পদ্ধতিতে জৈব সার তৈরির পদ্ধতি ও ব্যবহার তুলে ধরেন। ইফকোর আধিকারিক রীতেশ বাবু কৃষি ও কৃষকের স্বার্থে বিষয়গুলি কৃষকদের কাছে তুলে ধরার জন্য সভায় উপস্থিত সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদের নিকট আহ্বান জানান।

গ্রামবাসীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষে প্রার্থী হলেন সঞ্জীব বাবু

নীরেশ ভৌমিক ঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে লড়াই, আন্দোলনের মানসিকতা ছিল তরুণ বয়স থেকেই।

অবসর গ্রহনের পর রাজ্য বিদ্যুৎ দফতরের কর্মী সঞ্জীব কুমার চক্রবর্তী পঞ্চায়েতে গ্রামবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিকে জোরদার করতে পঞ্চায়েত নির্বাচনে প্রার্থী হলেন।

গাইঘাটা ব্লকের ঢাকুরিয়া গ্রামের বাসিন্দা দীর্ঘদিন যাবৎ সিপিআইএমএল লিবারেশন দলের আদর্শে বিশ্বাসী। লোকাল কমিটির সক্রিয় সদস্য সঞ্জীব বাবু চাঁদপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৭৫ নং বুথে পতাকার মধ্যে তিন তারা প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নেমেছেন।

সঞ্জীববাবু এক সাক্ষাৎকারে জানান, কৃষকদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতাকারী গরীব মানুষের মধ্যে সম্প্রদায়িক বিভাজন করে বিজেপির দেশ লুটের অপচেষ্টা এবং স্বৈরাচারী, দুর্নীতিগ্রস্থ ও গণতন্ত্র হরণকারী তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধ তাঁদের দল সিপিআইএমএল- এর লড়াই জারি থাকবে।

সেই সঙ্গে এলেকার পথ- ঘাট সহ সাধারন মানুষের নানা সমস্যা সমাধানে তিনি সচেষ্ট থাকবেন বলে জানান। সুবক্তা সঞ্জীব বাবু শুধু নিজের এলেকায় নয়, অঞ্চলের অন্যান্য এলেকার দলীয় প্রার্থীদের হয়েও প্রচারে যাচ্ছেন।

কবি টুলু সেনের গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠান

নীরেশ ভৌমিক ঃ শিশু শিল্পী অনীক ঘরামীর গাওয়া গান ও সম্পূর্না দে'র নৃত্যানুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে গত ২৪জুন সাড়ম্বরে শুরু হয় সেবা ফার্মার্স সমিতি আয়োজিত ৪৩তম মাসিক সাহিত্য সভা। বিশিষ্ট কবি ও সাংবাদিক পাঁচুগোপাল হাজরার পরিচালনায় সমিতির সম্পাদক গোবিন্দবাবু তাঁর বক্তব্যে সমবেত সকলকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে মাসিক এই সাহিত্য সভার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন।

এদিন বর্ষিয়ান গল্পকার, ঔপন্যাসিক ও বিশিষ্ট চিত্রকর অসিত দালালকে

অনুষ্ঠিত সভায় অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন, বর্ষিয়ান সাংবাদিক সরোজ চক্রবর্তী, অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ও কবি স্বপন বালা, বিশিষ্ট গল্পকার ও চিত্রকর অসিত দালাল প্রমুখ। সেবা সমিতির সম্পাদক বিশিষ্ট সমাজকর্মী গোবিন্দলাল মজুমদার উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান।

শুরুতেই বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বন্দেমাতরম সংগীতের স্রষ্ঠা সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ১৮৫তম জন্ম জয়ন্তীর প্রাক্কালে উপস্থিত সকলে তাঁর প্রতিকৃতিতে ফুল মালা অর্পন করে শ্রদ্ধা জানান, সেই সঙ্গে সদ্য প্রয়াত বর্ষিয়ান কবি শ্যামাপ্রসাদ দাসের প্রতিকৃতিতে মাল্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানানো হয়। আয়োজক সেবা পুষ্পস্তবক, উত্তরীয়, মানপত্র, পেন ও পুস্তক স্মারক উপহারে বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন সমিতির সভাপতি হিমাদ্রী গোমস্তা, সম্পাদক গোবিন্দবাবু, ছিলেন সেবার অন্যতম সেবক গৌতম মিস্ত্রি ও প্রতিমা চক্রবর্তী প্রমুখ। মানপত্র পাঠ করেন সেবার অন্যতম সেবিকা শম্পা ঘরামি। বক্তব্য রাখেন সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়। অনুষ্ঠানে স্বনামখ্যাতা কবি টুলু সেন সম্পাদিত যান্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'বাণী বীথিকা'র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী কেয়া দেবনাথ। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা কবিগনের স্বরচিত কবিতা পাঠে এদিনের সাহিত্য সভা বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

সম্পর্ক গড়ে

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স

HALL MARK

হলমার্ক গহনা ও গ্রহরত্ন

১। আমাদের এখানে রয়েছে হাল্কা, ভারী আধুনিক ডিজাইনের গহনার বিপুল সম্ভার।
২। আমাদের মজুরী সবার থেকে কম। আপনি আপনার স্বপ্নের সাধের গহনা ক্রয় করতে পারবেন সামান্য মজুরীর বিনিময়ে।
৩। আমাদের নিজস্ব জুয়েলারী কারখানায় সুদক্ষ কারিগর দ্বারা অত্যাধুনিক ডিজাইনের গহনা প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়।
৪। পুরানো সোনার পরিবর্তে হলমার্ক যুক্ত গহনা ক্রয়ের সুব্যবস্থা আছে।
৫। আমাদের এখানে পুরাতন সোনা ক্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আধার কার্ড ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস নিয়ে শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
৬। আমাদের শোরুমে সব ধরণের আসল গ্রহরত্ন বিক্রয় করা হয় এবং জিয়োলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইন্ডিয়া দ্বারা টেস্টিং কার্ড গ্রহরত্নের সঙ্গে সরবরাহ করা হয় এবং ব্যবহার করার পর ফেরত মূল্য পাওয়া যায়। হোলসেলেরও ব্যবস্থা আছে।
৭। সর্বধর্মের মানুষের জন্য নিউ পি সি জুয়েলার্স নিয়ে আসছে ২৫০০ টাকার মধ্যে সোনার জুয়েলারী ও ২০০ টাকার মধ্যে রূপার জুয়েলারী, যা দিয়ে আপনি আপনার আপনজনকে খুশি করতে পারবেন।
৮। প্রতিটি কেনাকাটার ওপর থাকছে নিউ পি সি অপটিক্যাল গিফ্ট ভাউচার।
৯। কলকাতার দরে সব ধরনের সোনার ও রূপার জুয়েলারী হোলসেল বিক্রয়ের ব্যবস্থা আছে।
১০। সোনার গহনা মানেই নিউ পি সি জুয়েলার্স।
১১। আমাদের এখানে বসছেন স্বনামধন্য জ্যোতিষী ওম প্রকাশ শর্মা, সপ্তাহে একদিন— বৃহস্পতিবার।
১২। নিউ পি সি জুয়েলার্স ফ্রান্সচাইজি নিতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন। আমরা এক মাসের মধ্যে আপনার শোরুম শুরু করার সব রকম কাজ করে দেবো। যাদের জুয়েলারী সম্পর্কে অভিজ্ঞতা নেই, তারাও যোগাযোগ করুন। আমরা সবরকম সাহায্য করবো। শোরুমের জায়গার বিবরণ সহ আগ্রহীরা বর্তমানে কী কাজের সঙ্গে যুক্ত এবং আইটি ফাইলের তথ্যাদি নিয়ে যোগাযোগ করুন।
১৩। জুয়েলারী সংক্রান্ত ২ বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন পুরুষ সেলসম্যান চাকুরীর জন্য Biodata ও সমস্ত প্রমাণপত্র সহ যোগাযোগ করুন দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৪। সিকিউরিটি সংক্রান্ত চাকুরীর জন্য পুরুষ ও মহিলা উভয়ে যোগাযোগ করুন। বন্দুক সহ ও খালি হাতে। সময় দুপুর ১২টা থেকে বিকাল ৫টার মধ্যে।
১৫। অভিজ্ঞ কারিগররা কাজের জন্য যোগাযোগ করুন।
১৬। Employee ও কারিগরদের জন্য ESI ও PF এর ব্যবস্থা আছে।
১৭। অভিজ্ঞ জ্যোতিষিরা ডিগ্রী ও সমস্ত ধরণের Documents সহ যোগাযোগ করুন।
১৮। দেওয়াল লিখন ও হোর্ডিংয়ের জন্য আমাদের শোরুমে এসে যোগাযোগ করুন।
১৯। আমাদের সমস্ত শোরুম প্রতিদিন খোলা।
২০। Website : www.newpcjewellers.com
২১। e-mail : npcjewellers@gmail.com

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ
(বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ
(কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা,
বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগনা

এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৪। চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুরা যোগাযোগ করুন 8967028106
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Anup Kumar Nath
Customs Clearing & Forwarding Agent
: 03215-245 718
9475399888
8768010885
: absenterprise43@gmail.com
absenterprise43@yahoo.com
A.B.S. ENTERPRISE
Hazi Market (1st Floor) ● PETRAPOLE ● BONGAON ● NORTH 24 PARGANAS

Future India Logistics
WE CARRY YOUR TRUST
Tapabrata Sen
Proprietor
LOGISTICS
7501855980 / 7001727350
futureindialogistics@yahoo.com
Subhasnagar, Bongaon
North 24 pgs, PIN- 743235
TRANSPORT SHIPPING & LOGISTICS SOLUTIONS

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**